Gothic Church

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

গথিক চার্চ

গার্গী ভট্টাচার্য

এই বইটি আমার সৃষ্ট, সমস্ত চরিত্রদের

দিলাম---

তারাই আমার সাহিত্য-নদীর হিমবাহ !!

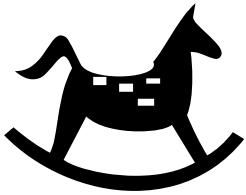

গথিক চার্চ

ময়না এক বাঙালী মেয়ে । পেশায় অ্যানিমেটর । বিবাহসুত্রে বিদেশে থাকে । দেশের নাম ওলিম ।

স্বামী মৈনাক ; স্পেস সায়েন্স নিয়ে কাজ করে । ময়না আগে স্পেস সায়েন্স এর জন্য অ্যানিমেশান করতো । এখন সে গল্পকথা নিয়ে কাজ করে । থ্রি- ডায়মেনশান এর মডেল বানিয়ে সেগুলি নিয়ে নড়াচড়া করায় । ও আসলে শহর, মানুষ , পশুপক্ষী , ঘরবাড়ি তৈরি করে তারপরে সেগুলি নানান গল্পে বসায় । সিনেমা বানায় আরকি !

জুরাসিক পার্ক দেখে এই বিষয়ে উৎসাহ বাড়ে । অনেক জানে , শেখে । তারপর এক স্পেস বিজ্ঞানীর ঘরনী হয়ে এইদিকে ঝুঁকে পড়ে । বেশ কিছুদিন এক স্পেস

সংস্থার হয়ে অ্যানিমেশানের কাজ করে । তারপর ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে আসে । আগেকার যুগে যেমন পটশিল্পী অর্থাৎ পটুয়া হত আর তারা নানান পটচিত্র একে রোল খুলে খুলে গান গেয়ে গল্পকথা শোনাতো- সেইরকম ম্যাজিকের মতন, কিছু ডিজিট্যাল তন্তুর সাহায্যে বিভিন্ন স্লাইড বানিয়ে গড়ে তোলে এক একটি রূপালি পর্দার কাহিনী ।

পুরো আসল মানুষের মতন লাগে তাদের !

কাজে খুবই মন আছে ময়নার । যার নিজের নামটা নিয়ে মনে খুব দু:খ । কেমন প্রাচীন নামখানা !

আসলে ওর বাবা ছিলেন পটুয়া শিল্পীদের বিশেষ ভক্ত । একটি গ্রামে গিয়ে ওদের সাথে বসবাসও করেছেন । সেই গ্রামের নাম ছিলো ময়না । কাজেই মেয়ের নাম দিয়েছিলেন ময়না । অবশ্য ওর মায়ের নাম ছিলো নয়না ।

নয়না রাণা । ছন্দ মিলিয়ে নাম তাই না ?

নামেই কবিতা । সুগ্রন্থিত ।

কাজেই ময়নাও সুললিত । ললিতকলায় পটিয়সী ।

আধুনিক যুগে অ্যানিমেশান । ও চরিত্র নড়ায় । পর্দায় । আর সেটা ভালোভাবেই করে কাজেই ও খুশি ।

ইদানিং অবশ্য স্বামীর সাথে খুবই মনোমালিন্য চলেছে । ও যেই বাড়িটায় থাকে সেটা ওর নিজের কেনা । দোতলা একটা সুন্দর বাড়ি । পেছনে সমুদ্রের হাতছানি । ঝাউবন । বালিয়াড়ি । সিগাল পাখির ঝাঁক । পথভোলা কিছু রঙীন মাছ আর একটি শক্তপোক্ত জেটি । সেই জেটিতে আজ আর কোনো তরী নোঙর করেনা কিন্তু অনেক পথভোলা মানুষ বসে থাকে । নিচে গাঢ় নীল জল আর সফেন ঢেউ । জেটিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে বৃদ্ধ কোনো মানুষ । ঢেউ এর ফেনা ও গোনাতে খুঁজে পায় নিজেকে । নিজের লুপ্ত যৌবন আর জীবন ! ও যেখানে থাকে সেখানে সমুদ্র ও পাহাড় দুই আছে ।

ময়নার একটি জীপ গাড়ি আছে নিজের কেনা । খুব দামী আর অভিজাত । ও এইরকম গাড়ি পছন্দ করে । যে কোনো জায়গায় চলে যাওয়া যায় । ও তো ক্রিয়েটিভ মানুষ তাই হয়ত ওভার সেন্সিটিভ । অতি অল্পেই আহত হয় , অভিমান হয় । তখন এই জীপ নিয়ে ঘন বনে চলে যায় । **ইয়ারো** নামে একটি নদী আছে যা কিনা ঝর্ণা হয়ে

পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝরে পড়ছে । সেই নদীর ধারে বসে সময় কাটায় । কখনও বা শার্ট , প্যান্ট খুলে নদীতে ঝাঁপ দেয় । সুঠাম দেহ । বাদামী চামড়া । মসৃণ অবয়ব তার । ঠিক যেন এক শিল্পীর স্কেচ !

এইভাবেই স্ট্রেস কাটায় সে। অরণ্যের হাতছানি মেনে তার কাছে যদি যাওয়া যায় তাহলে মন ভালো হয়ে যায় । কিন্তু আঁকাবাঁকা মেঠো জংলী পথে একটা জীপ নাহলে ঠিক যেন জমে না । তাই এই গাড়িটা কিনেছিলো নগদ

পঞ্চাশ হাজার মার্কিনি ডলারে । তাই নিয়ে ওর পতিদেব ওকে প্রায়ই খোটা দিতো । আসলে বিজ্ঞানী মানুষ কাজেই তার মতে এগুলি হল বাজে খরচ । যেখানে রিক্‌শা করে যাওয়া যায় সেখানে মোটরে করে যাওয়ার কোনই মানে হয়না । সেই টাকা কোনো দু:স্থকে দান করে দিলে কাজ হয় ।

ময়না বলে :: আমি লাইফকে এনজয় করতে এসেছি । নিজে পরিশ্রম করে খাই । আমি যদি কোটি টাকার গাড়িও কিনি কারো কিছু বলার নেই । আর আমি যথেষ্ট পরিমানে আয়কর দিই । কাজেই সমাজ সংস্কার না করলেও আমার চলবে ।

এই নিয়েই বাক্‌বিতন্ডা । ওদের যেহেতু কোনো সন্তান নেই তাই স্বামী স্ত্রীর হাতে অঢেল সময় ; কাজের সময়

ব্যাতীত । ময়না নিজে রান্নাও করেনা বাড়িতে । অফিস আর এনজয় করা । এই ওর জীবন । ওদের একটি দল আছে । সবাই মেয়ে । তবে সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত । সেই পঞ্চকন্যা মিলে অনেক মজার মজার জিনিস করে থাকে ।

একবার তো বাড়িতে না বলেই ওরা প্যারিসে চলে যায় এক্সিবিশান দেখতে । সেখান থেকে বাড়িতে ফোন করে ।

ওরা খুব হুজুগে । ওদের মধ্যে রোজি আইয়ার বলে একজন সার্জেন আছে । ভদ্রমহিলা নিজের স্বামীর থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় ও ধনী । সে-ই বেশিরভাগ প্ল্যান করে । মাসের মধ্যে ১৫দিন কাজ করেনা । প্রচুর পয়সা ওর । সবসময় বুক্ড্ থাকে । কাজেই মাঝেমাঝে রিল্যাক্স করে । এবং বেশ ভালোভাবেই !

ড্রেস ডিজাইনার ,ডায়না বিশ্বাস আমাদের ময়নার মতন বাঙালী মেয়ে ।

সে আবার খুব খাদ্যরসিক । কাজেই তার প্ল্যান হল সবসময় এমন জায়গায় যাওয়া যেখানে সুস্বাদু খানা পাওয়া যাবে । অর্থাৎ ওদের হেঁসেলের দায়িত্ব ডায়নার । আর ওকে ওরা বিশ্বাসও করে ! ফরাসী ক্রেপ (মিষ্টি রুটি) আমাদের পাটিসাপ্টার মতন ভেতরে পুডিং ভরে খায় । বাড়িতে পিৎজা বানায় । ওদের ইতালীয় বান্ধবী

অ্যানেট্ সেগুলি করে । ওদের তৈরি পিৎজাও খায় । তবে খুব একটা খুশি নয় খেয়ে । বলে :: হয়নি কিছুই ।

পতিদেবের ওটাও আরেকটা রাগের কারণ । এই মেয়েলি দলের বেকিং কুকিজ্ , খেয়ালি আড্ডা আর যখন তখন এখানে সেখানে চলে যাওয়া ।

ময়না বলে :: আমরা সাক্সেসফুল আর বয়স্ক । আমাদের অসুবিধে কোথায় ?

ওর স্বামী সরাসরি কিছু না বললেও মনে মনে হয়ত ওদের হিংসা করে । ওদের এই ফ্রিডম্টা মেনে নিতে পারেনা । শত হলেও বাঙালি তো ! নারীদের কন্ট্রোল করার এক অদ্ভুত প্রবণতা দেখা যায় ওদের মধ্যে ।

ময়না কিন্তু এইরকম বিজ্ঞানী বিয়ে করতে চায়নি । ওর পছন্দ ছিলো ভ্লাদিমির্ পুটিনের মতন অসম্ভব ক্ষমতাধারী এক ম্যাচো পুরুষ । কিন্তু বিয়ে হল এক ইন্টেলেক্চুয়ালের সঙ্গে আর তাও ভালোবেসেই !

ময়নার মা অবাঙালী বলেই বোধহয় এক আশ্চর্য সাবলীলভাব আছে ওর মধ্যে । ও কাজ করে আর লাইফকে এনজয় করে । তবে একটু মুডিও আছে । হট্ করে কিছু একটা করে ফেলে । যেমন একদিন সারারাত

ধরে ড্রাইভ করে দূরের শহরে গিয়ে একটি হাংরি জ্যাকে খেয়ে এলো । কারণ সেই রেস্তোরাঁটি নাকি এক অপরূপ গীর্জার ধারে । গথিক চার্চ । গথিক স্থাপত্যে তৈরি । আগে একটি ভাঙা গীর্জা ছিলো । পরে ওটা সংস্কার করা হয় আর তাতে গথিক আর্কিটেকচারের ছোঁয়া দেওয়া হয় । বিরাট বড় বড় চূড়া , কাঁচের জানালা , স্টেনড্ গ্লাসের নানান কারুকার্য, চিত্র আর সেইসব রঙে চার্চ ভুবন রং মাতাল ।

গথিক চার্চ যেকোনো শিল্পীর কাছেই আকর্ষণীয় । এর স্থাপত্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য । ময়না রিলিজিয়াস ব্যাপারটা বাদ দিয়ে ওখানে স্থাপত্য দেখতে যায় ।

ও ইউনিভার্সের পূজারী । সুপ্রিম কনশাস্নেসের অর্চনা করে । আর সত্য সবসময়ই তেতো । কাল্টদের ভালোলাগবে না ওর পন্থা ও প্রথা তাই ও চার্চে যায় রঙ মাখতে । অশান্ত , অস্নাত গোধূলি বেলায় । সূর্যের শেষ আভায় গথিক চার্চ তখন পাগলপারা । একমাত্র শিল্পীরাই তা দেখতে পায় ! দুই হাতে রং কুড়িয়ে মুখে মাখে ময়না পাখি । গথিক আঙিনায় !

এই অপরাহ্নের আভায় আলাপ হল এক বৃদ্ধের সাথে । কালো কুচকুচে বরণ । মাথার চুলে বেগুনি আর হাল্‌কা নীলের স্তর আর সুঠাম দেহ, সীসার তৈরি যেন ।

লোকটিকে বহুবার দেখেছে । কে তা জানেনা ।

মনে হয় অ্যাফ্রিকা থেকে এসেছে ।

যখন সঙ্গীত বাজে তখন এককোণায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে । খুবই শান্ত প্রকৃতির মনে হয় । ধীর-স্থির মানুষটি ।

মাঝেমাঝে চলে যাওয়া এই চার্চে , অপরিচিত মানুষটির সাথে একদিন আলাপ করলো যেচে । **বয়স্ক ভদ্রলোক পরিস্কার বাংলায় বলে ওঠেন :: হ্যাঁ , বলুন !**

চমকে ওঠে ময়না ! অ্যাফ্রিকান বাংলা বলছে তাও বিদেশে ?

--আরে আমি তো হাফ্‌ বাঙালি ! বলে ওঠে সহজ ভাষায় । সত্যি মানুষটিকে দেখে যতটা নীরব মনে হয় ততটা নয় আসলে ।

ময়না অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে । চুলে দুইরকম রং । ভদ্রলোকের নাম স্যাম । বলে ওঠে :: **সামনের**

সপ্তাহে দেখবেন কমলা আর রূপালি । আমি প্রতি সপ্তাহে চুলের রং বদলাই । আমার চুলকে আপনি গিরগিটি বলতে পারেন ! আর কনট্যাক্ট লেন্স বদলাই নানা রঙে । চশমা পরি না । পরতে অসুবিধে হয় ।

ময়না একটু হেসে বলে :: আমাকে আপনি করে না বলে তুমি বা তুই বলবেন । আমি অনেক ছোট ।

ভদ্রলোক খুব মজার । হেসে বলে :: সে ঠিক আছে কিন্তু আমি বয়সের অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইনা । তবে একান্তই চাইলে তুই বলতে পারি ।

ময়না লাফিয়ে ওঠে । তুই সম্বোধনটা ঝট্ করে মানুষকে কাছে এনে দেয় । এরকমই মনে হয় ওর । তাই একপ্রকার জোর করেই স্যামকে দিয়ে তুই ডাকিয়ে নেয়!

স্যাম কিন্তু অ্যাফ্রিকান হলেও ভারতীয় । বহুবছর আগে, সুদূর অ্যাফ্রিকা থেকে ওরা স্লেভ হয়ে আসে ওদের সাহেব মালিকদের সাথে এবং দক্ষিণ ভারতের নানান স্থানে আজও বসবাস করে ।

লোকে অবশ্যি ওদের দেখে হাসে, ঢিল মারে , গালি দেয় কিন্তু নিখাদ ভারতীয় বলে ওদের গ্রহণ করতে ও কাউকে দেখেনি । পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে পাসপোর্টের নাম করে

কিছু ঘুষ নিয়ে নেয় । ওরা কেন বিদেশী হয়েও পাসপোর্ট না নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে !

লোকাল লোকেরা ওদের স্থানীয় ভাষায় কথোপকথন শুনে বলে :: **আরে বাবা এ যে দেখি ভূতের মুখে রামনাম !** একটু চটুল মানুষ বলে :: **পোদে নাই চাম্, হরেকৃষ্ণ নাম !**

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দক্ষিণীরাও ওদের নিয়ে কালো বলে হাসাহাসি করে । ওর মা আসলে বাঙালী মেয়ে । কলকাতার কাছে নৈহাটিতে ছিলো । দাদু ছিলো রেলের গার্ড । অনেক দূরদেশ ভ্রমণ করতে পারতো চাকরির কারণে । একবার দক্ষিণে গিয়ে এই কমিউনিটির কথা শোনে । ওদের লোকে **হাব্‌সি** বলে । কিন্তু ওরা নিগ্রো, হাব্‌সি ইত্যাদি বিশেষণকে অপমানজনক মনে করে । **তাই স্যামের দাদু মানে মাতামহ ওদের বলে :: মেঘ মানুষ ।**

নিজের একমাত্র মেয়ে সবিতা খুব কালো । বিয়ে দেওয়া মুস্কিল ছিলো । পাত্রপক্ষ এসে, দেখে, মিষ্টি খেয়ে চলে যেতো । পরে পোস্টকার্ডে গালাগালি দিতো মেয়ের গায়ের রং এর জন্য । লিখতো :: আমার ছেলেকে তো আল্‌কাতরায় চুবাই নি যে এখানে বিয়ে দেবো !

(পরের দিকে, অপমানিত হয়ে হয়ে চোখের চামড়া ক্ষয়ে যাওয়া সবিতা পাল্‌টা পত্রাঘাত করতো :: চুবালে সঙ্গে সঙ্গে জানাস্ , নেড়িকুত্তার দল !!)

তারপর পাত্রপক্ষ আরো লিখতো-- সারাদিন খেটেখুটে এসে দেখবে একটা কালো হাত চা দিচ্ছে !

অথবা আপনার মেয়ে এত কালো যে আমার ছেলে ওকে রাতের বেলায় দেখে , ভয়ে খাট থেকে পড়ে গিয়ে খাট ভেঙে ফেলবে ।

একজন এসেছিলো মেয়ে দেখতে । **চোব্যচোষ্যলেহ্যপেয়** হয়ে গেলে লোকটি অজ্ঞান হয়ে যায় । পাত্রী দেখে ।

এত্তো কালো মানুষ নাকি সে কোনোদিন দেখেনি ।

এরপর থেকে সবিতা পাত্রপক্ষকে বলতো :: দেখে নিন আমার গায়ে হাত ঘষে কোনো রং মেখে এসেছি কিনা !

ওর বাবা বলতো :: এসব বললে তোর কোনোদিনই আর বিয়ে হবেনা ।

সবিতা মুখরা ছিলো । বলতো :: বাবা, যারা এইভাবে আমাকে যাচাই করে নিয়ে যাবে তারা পরে বৌ পোড়ানো

পরিবার বলে নিন্দিত হবে । কাজেই আমার মনে হয় যতই অবাস্তব হোক্ আগে থেকে সব পরিষ্কার করে নেওয়া ।

ভদ্রলোকের একটা জেদ চেপে গিয়েছিলো বোধহয় । যেমন করেই হোক্ মেয়ের ভালো বিয়ে দিতেই হবে ।তাই হয়ত এক শুভলগ্নে মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি দেয় দক্ষিণী , দ্রাবিড় রাজ্যে । যেখানে আছে হাব্সি বা নিগ্রো কূল, যাদের রেলের পক্ককেশ গার্ড বলে থাকে :: **মেঘ মানুষ ।**

আশ্চর্য কপাল গার্ডের । যেন ভগবান গার্ড দিয়ে এখানে এনেছেন ! এক পাত্রও জুটে গেলো । লোকটি বাংলায় গিয়েছিলো পড়াশোনা করতে । **আঁতেল বাঙালী ওকে গোরিলা বলে ডাকতে শুরু করে** । মিটিং মিছিলে অভ্যস্থ কলেজ পড়ুয়াগণ ওকে এমনও বলেছে :: কলেজে কী করছিস্ ? তোর জন্য আলিপুরের জু-তে একটা খাঁচা খালি আছে !

একজন আবার ওকে কেশচর্চা করতে দেখে ফেলে হোস্টেলে । ব্যস্! আর যায় কোথায় ?

--ওরে সবাই দেখে যা গোরিলা চুল আঁচড়াচ্ছে !

সবচেয়ে আহত হয়েছিলো যেদিন প্রিন্সিপ্যাল স্যার স্বয়ং ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন ।

বলেন :: তোমরা তো সিংহ শিকারে অভ্যস্ত । তা এই কলকাতায় কেন ? সুন্দরবনের রাস্তাটা বুঝি চেনা নেই ?

এই তো আমি থু করে থুথু ফেললেই সেটা সুন্দরবনে গিয়ে পড়বে ! আমি এবার থেকে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সময় পশু বিভাগে তোমার ফটো দেখাবো , বনমানুষের বদলে ! তোমরা আসলে হলে আরে বুঝলে না ? **মিসিং লিঙ্ক** । আমাদের মানবজাতি আর চিম্পুর মধ্যেখানে তোমরা !! বলেই হ্যা হ্যা করে হেসে উঠতো সবাই মিলে !

ও-ও কিন্তু এই বঙ্গনন্দন কে অনেক কিছু বলতে পারতো কিন্তু ওর রুচিতে বাধে । ও হয়ত বাইরে কালো কিন্তু অন্তরে নির্মল মানুষ । আর এই অধ্যাপক বাইরে পরিপাটি ও কেজো মানুষ কিন্তু অন্তরে একেবারে নোংরা জল । পরতে পরতে পলিমাটি । যেন সমুদ্রে পৌঁছে যাওয়া কোনো নদী । পলি যুক্ত , গতিহীন । আর কিছুই করার নেই তাকে নিয়ে । না শোধন না বাঁধন । যা করবে সবই হবে অরণ্যে রোদন ।

সবাই পরে চমকিত । প্রিন্সিপ্যালের এহেন নিম্নরুচির বাক্যালাপ শুনে । উনি নাকি জোক্ করছিলেন !

যেই কলেজে, প্রধাণ পরিচালকের জোক্-এর এই অবস্থা সেখানে লেখাপড়া না শেখাই বাঞ্ছনীয় ! **এরপরে প্রিন্সিপ্যালকে কেউ চড় মারলে তখন তাকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হবে নিয়মভঙ্গের অভিযোগে ।**

কাজেই ফিরে আসে দ্রাবিড় গৃহেই । লোকাল কলেজেই Arts পড়ে । এখন সবিতাকে বিয়ে করে নাকউঁচু বাঙালীকে দেখিয়ে দিতে চায় যে শুধু অমিতাভ বচ্চন নন সেও বাংলার আরেক জামাই ! বাংলার নিগ্রো জামাই !

বিয়েটা হয়ে যায় । সবিতার গার্ড পিতাও হাতে সোনার চাঁদ পায় । কারণ স্যামের বাবা, ব্যাঙ্কের অফিসার **সোলা আফ্রিম খুবই ভালোমানুষ আর কালো হলেও মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি আছে । খুবই বিনয়ী আর গভীর মানুষটি । কাজেই সবিতা ডুবে গেলো মেঘমানুষে !**

ছন্দিতা , ছন্দসী , ছন্দবাণী এখন উজ্জ্বল সবিতা !

স্যামের নামও বাবা মায়ের নামে :: আফ্রিমের অ্যা আর সবিতার স নিয়ে স্যাম ।

INFORMATION ::::

The Siddi also known as Siddhi, Sheedi, or Habshi (Kannada) are an ethnic group inhabiting India and Pakistan. Members are descended from Bantu peoples from Southeast Africa. Some were merchants, sailors, indentured servants, slaves, and mercenaries. The Siddi community is currently estimated at around 50,000–60,000 individuals, with Karnataka, Gujarat and Hyderabad in India and Makran and Karachi in Pakistan as the main population centres. Siddis are primarily Sufi Muslims, although some are Hindus and others Roman Catholic Christians. (Wikipedia)

এইভাবেই শুরু হল স্যামের পার্থিব জীবন । বাঙালী স্বাধীনচেতা মা আর নিপাট ভালোমানুষ মেঘপুরুষ বাবা । জীবন ভালই ছিলো ওদের ছোট্ট গ্রামে । কিন্তু ওরা নিজভূমে পরবাসী । সবাই ওদের বিদেশিয়া বলে সম্বোধন করতো । গোপন তথ্য দিতো না । যদি চরবৃত্তি করে !

স্যাম ও অন্যরা বলতো :: আমরা তোমাদের মতনই ১০০ ভাগ ভারতীয় ।

তখন ওরা বলতো :: তবুও, এখানে তো তোমাদের শিকড় নেই ! বংশের আরম্ভ তো সেই অ্যাফ্রিকাতে !

ইত্যাদি । স্যামের দু:খ হত । কিন্তু মানুষের ধারণা আর স্বভাব বদলানো সবচেয়ে শক্ত ।

একবার হয়ে গেলে তা থেকে বার হওয়া প্রায় অসম্ভব । যারা পারে তারা হয়ত মহামানব !

তাই স্যাম একদিন অনেক দু:খে চলে এলো ওলিম-দেশে । সেও এক গল্প । বিশাল সেই কাহিনীর বপু !

হিউজ ফ্লেশ্ তাতে ! গল্প মানে জীবনীতে ।

স্যামের বাবা তো শিক্ষিত ছিলো । কাজেই ইংরেজি পারতো । ভদ্রলোক আবার দক্ষিণী ক্ল্যাসিকাল গান শিখেছিলো । পরে ইংলিশে গান লিখে তাতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর দিয়ে গাইতো সবাই মিলে । ছোট ছোট গান । ভগবান যীশুকে নিয়ে খ্রীস্টমাসের সময় গাইতো । সেই ইংলিশে লেখা , স্বরচিত গান । সুরটা কোনো রাগের ওপরে দাঁড়িয়ে । একদম নির্ভেজাল ক্ল্যাসিকাল গান । বন্দীশ্ ।

---টুডে ইজ খ্রীস্টমাস্ টাইম----উই আর সিঙ্গিং অ্যান্ড ড্রিকিং ডিভাইন ওয়াইন ----আ আ আ আ আ, ও ও ও ও ও --রে রে রে গা গা গা মা মা পা পা !!!

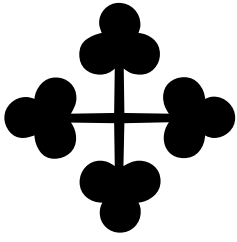

Information :: IndiaToday.in

Musician Kiran Phatak

This man sings classical Indian ragas in English !!!

That's right. Musician Kiran Phatak is of the belief that art should be ever-evolving, and has thus translated a number of classical Indian ragas to English, for the world to understand India's music.

সেই সঙ্গীতের সুত্রেই বিদেশে আসা !

গীর্জায় ; ইংলিশে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধুর্য্য নিতে অনেকেই আগ্রহী । যীশু ঠাকুরের অর্চনাতে সেই গান বাজানো হবে । ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত খুবই উচ্চমানের । জগৎ জোড়া নাম তার । কাজেই প্রাচ্যের এই অভিনব **তাল সুর লয়** দিয়ে নেচে উঠবে অর্গ্যান !

হয়ত সেইকারণেই মুখ তুলে চাইলেন যীশু । এবং বিদেশে আসে স্যাম- গানের জন্য । গান গাইতে ।

আসরের শেষে নিয়ম মাফিক সবাই ফিরে যায় । কিন্তু ফেরেনা একমাত্র স্যাম । **মেঘ মানুষের আড্ডায় ।**

থেকে যায় এই পরবাসে । চিরতরে ।

আইনতঃ তো থাকার উপায় নেই । কাজেই ঘন বনে বহুদিন লুকিয়ে ছিলো । এক মেষপালক ওকে আশ্রয় দিয়েছিলো । দিনের বেলায় পশুপালন করতো । ভ্যাড়া চড়াতো । রাত্রে ঐ মেষপালকের ডেরায় শুতো ।

তার একমাত্র মেয়ে থাকতো ঘর জুড়ে । দিনের বেলায় সেই সব কাজ করতো ও রন্ধনে নিযুক্ত হতো ।

স্যুপ, মাংসের রোস্ট, আলু ও কফি সেদ্ধ আর ব্রেড । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই খেতো ওরা । সস্তার বাজারে পায়ে হেঁটে যেতো । সবাই মিলে বাজার করে ফিরতো । ভ্যাড়ার পাল থাকতো ওদের ছোট্ট কুটিরের পেছনে লাগোয়া সবুজ মাঠে । উন্মুক্ত মরা ক্ষেত আসলে । সবুজ ঘাসের গালিচা আর দূরে পাহাড়ের সারি ।

বেগুনি, মেটে, নীল, ধূসর আর গাঢ় সবুজ সমস্ত পাহাড়ের সারি । দেখলেই মনটা ভালো হয়ে যায় ।

মেষপালক আসলে অ্যাফ্রিকান । এক দক্ষিণ অ্যাফ্রিকার সাহেবের সঙ্গে এইদেশে আসে । সাহেব একটি ফার্ম কিনে সেখানে থাকতো । পরে অন্যদেশে চলে গেছে । ফেরার সময় চাকর আর সঙ্গে যায়নি । এখানেই সাহেবের গুটিকতক ভ্যাড়া আর অল্প জমি সম্বল করে বেঁচে আছে । চাকরাণী টিফানিকে বিয়ে করে । ওদের মেয়ে এখন যুবতী । নাম আলিশা ।

টিফানি মারা গেছে বিষাক্ত সাপের কামড়ে । এখন বাপ্ ও আলিশা আছে । সেখানেই প্রথমে ঘাঁটি গাড়ে স্যাম ।

আলিশাকে স্যাম ডাকে হেস্টার বলে । ওকে ইম্প্রেস করার জন্য, স্যাম খালি গায়ে রোদের মধ্যে দিনের পর দিন মাঠে শুয়ে থাকতো । পেশীবহুল দেহ স্যামের সেই সময় । অনেক নারীই মজে যাবে !

হেস্টার মেয়েটি সহজ সরল । একদিন এসে বলে :: আমাকে দেখানোর জন্য এইভাবে শোও তো ? তা আমি তোমাকেই মন দিয়েছি । আর এইভাবে কড়া রোদে শুতে হবেনা । আরো কালো হয়ে যাবে তুমি !

তুমি এত শক্তপোক্ত , ক্ষমতাশীল -আমাকে সবসময় রক্ষা করবে তো ?

আসলে ওর বাবা একদিন স্যামকে বলে :: নিজের পাত্রী নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে নাহলে সারাজীবন একাকীত্বে ভুগবে । এই দেশে এটাই নিয়ম !

তখন হেস্টার বা আলিশা আবার ওখানে ছিলো । কাঁচি দিয়ে পালং শাক কাটছিলো । হয়ত সেইকারণে এসে নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছে । আর মেয়েই বা কোথায় এই বনান্তে? ঐ হেস্টারই সম্বল । তবে মেয়েটি ভালো ।

সকালে সবজি কেটে , মাংস ধুয়ে রান্না করতো । দিনের বেলায় স্যামের সাথে মেষপালন করার নামে সময় কাটাতো । ওর বাবা আবার কিছু ফসল ফলাতো । আগে নিজের ইচ্ছে মতন ফসল ফলালেও পরে ক্যাশ ক্রপ এর চাষ হত । কিছু ফার্মার্স মার্কেটে বিক্রি করতো । সেখানেও স্যাম সঙ্গে যেতো । **এইভাবেই মেঘ মানুষ হয়ে ওঠে মেষ মানুষ । আর শুভদিনে হেস্টারের সাথে লোকাল চার্চে বিবাহ সারে ।**

ঐ গীর্জায় পরে স্যাম ইংলিশে খেয়াল গাইতো । লোকে খুব বাহা বাহা করতো , ধন্য ধন্য করতো ।

প্রতিটি বন্দীশ্ তারিফ পেতো ।

একটি ভ্যাড়া একবার কোথায় হারিয়ে যায় । বহুদিন পরে ওকে খুঁজে পায় স্যাম । এক গুহায় বসে ছিলো ।

তার দেহে এত লোম গজিয়ে গেছে যে নড়তে অক্ষম । প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে প্রায় !

ওকে কোলে করে নিয়ে আসে স্যাম গাইতে গাইতে : :

ও শিপ্ ইউ আর আ হিপ্ অফ্ উল্ ;

তা না না রে না রে না রে না না , তা না না রে না রে না !

ইউ আর ফুল, ফুল অফ উল্ , ও পুওর শিপ্

ইউ লুক্ লাইক আ বুল্ , আ আ আ আ , তা না না রে রে !!

হেস্টার ওরফে আলিশাকে বিয়ে করে স্যাম এই দেশের পার্মানেন্ট সিটিজেন হয়ে ওঠে । এই ওলিম দেশে এইরকমই নিয়ম ।

আর মেষপালনের সাথে সাথে চলে চার্চে সঙ্গীত সাধনা । অর্গ্যানের কাছেই বসতো নিজ হারমোনিয়াম নিয়ে । তারপর চলতো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ইংলিশে । বন্দীশ্ ।

হংসধ্বনি , মারোয়া , খাম্বাজ ---মেঘমানুষের মনে মেঘ মল্লার ।

এইভাবেই ছিলো বেশ । কিন্তু একদিন হেস্টার ওকে ত্যাগ করে চলে যায় । ওর বাবা খুবই দু:খ করছিলো এইজন্য । কিন্তু মেয়ে অন্য লোকের সাথে চলে গেছে । **মেঘমানুষের হৃদয়ে আজ সত্যি মেঘের আনাগোনা ।**

এরমধ্যে শুরু হল যুদ্ধ । ওলিম দেশ আর আরেক অ্যাফ্রিকান দেশের । ব্যস্ । ওদের বন্দী করে নিয়ে গেলো সরকার । হেস্টারের বাবা নাহয় অ্যাফ্রিকান । কিন্তু স্যাম তো ভারতীয় ! তার পাসপোর্ট ভারতীয় ছিলো আর সে আগে ছিলো তো ভারতের নাগরিক । কাজেই তাকে ধরে নিয়ে যাবার কোন কারণ নেই

কেবল গায়ের বরণ এর জন্য দায়ী । ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখে আর কুঞ্চিত কেশ ও মুখের গড়ণ ; সরকার পক্ষ ওদের অ্যাফ্রিকান মনে করে । তাই সোজা এক নির্জন কেল্লায় ওরা ঠাঁই পায় । মধ্যযুগীয় কেল্লা । যেখানে না ঢোকে আলো, না বাতাস । স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর সমস্ত । এক একটা ঘরে অনেক অনেক মানুষ বন্দী । কোনো টয়লেট নেই । সেই ঘরেই ওরা থাকে, টয়লেট করে ও খায় । রাতে অভুক্ত ইঁদুর এসে ওদের মাংস খুবলে খেতো । পচা জমা জল ও মলমুত্রতে ঘরে নাভি:শ্বাস ওঠে । তারই মধ্যে ওরা ছিলো । অনেক মানুষ তো মরেও গেলো সেখানে ।

ওর শ্বশুর মহাশয় ওখানেই দেহ রাখে । তবে স্যামের কপাল ভালো । স্যামের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কল্যাণে এক অফিসারের নেক নজরে পড়ে । ভদ্রলোক নিয়মিত গীর্জায় যেতেন বলে যীশু প্রেমী ছিলেন ।

গান ; গুনগুন করে গাইতো স্যাম । অন্ধকার ঘরে বসে । পচা গন্ধে আসতো সুগন্ধ । রাতের রজনীগন্ধার গুঁতোয় অফিসারের নজরে পরে যাওয়াতে ওকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান অফিসার কিন্তু বলেন যে এখন আবহাওয়া গরম । কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হবে । পরে চার্চে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে ।

তখনই স্যাম প্রথম নারী সেজে নাটকে অভিনয় শুরু করে । ছোট ছোট নাটকের দল ছিলো কান্ট্রি অঞ্চলে । অনেক সময় সেখানে মেয়েদের রোল পুরুষেরা করতো কারণ মলেস্টেশানের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছিলো তাই দলে মেয়ে নেওয়া বন্ধ হয়ে যায় ।

স্যাম তখন চোখ মুখ এঁকে , ফল্‌স্‌ বক্ষ বেঁধে , লম্বা চুল বানিয়ে তাতে ক্লিপ লাগিয়ে নিয়মিত সব মেয়েলি রোল করতো ।

নিজের চওড়া বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে ::**এই এইখানে , ঠিক এইখানে ঐ বলগুলো লাগাতাম , মাথায় পনিটেল করতাম , কানে লম্বা ঝোলানো দুল । উহ্‌ ! কী যে অবস্থা তখন !**

মেয়েদের নিয়ে আয়েষ করতে চাইতাম , ওদের শরীরের খাঁজে আর ভাঁজে হাত বোলাতে ইচ্ছুক ছিলাম । ওদের সঙ্গে শুতে আগ্রহী যে তাকে নিজেকে রোজ মেয়ে সেজে পার্ট করতে হচ্ছে । এ কেমন বিচার যীশু খ্রীস্টের ? বল দেখি ? তাও ভাগ্য ভালো কেবল ওপরে যা হয়েছে হয়েছে , নিচে কোনো চেঞ্জ আসেনি । আজকালকার যুগ হলে হয়ত অপারেশান করে দিতো - কে জানে !

মেঘ মানুষের মুখে শ্রাবণের মেঘ । আর তারপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি । সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলে গেলো ময়না অন্যভুবনে । সেখানে রাজা ওর স্বামী ।

যার সাথে ওর ডাইভোর্সের কেস চলেছে ।

ওর পন্ডিত স্বামী ওর খরুচে স্বভাব, ওর অভিজাত লাইফ স্টাইল ওর অত্যন্ত দামী যানবাহনের নেশা আর রেড ও পোর্ট ওয়াইনের নেশারু আঁখিকে ঘৃণা করে ।

ভদ্রলোকের মতে **প্লেন লিভিং আর হাই থিংকিং** হল সর্বসেরা । যারা তা করেনা তারা মূর্খ । স্বার্থপর । নির্মম । দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ ভুখা নাঙ্গা রয়েছে আর ওরা এইভাবে বাজে খরচ করে জীবন কাটাচ্ছে । আকাশচুম্বি ওদের খরচ । যাপন । যদি ময়না মাটিতে না নামে তাহলে বিজ্ঞানী ওকে বিচ্ছেদের গুঁতো দেবে । ময়নার ; অত্যন্ত বেশি খাবার সময় যখন চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে তখন হজমি গুলি খেয়েও খানাপিনা চালায় । কতগুলি অভুক্ত মুখ ওর মনে পড়েনা ?

ময়না ভাবে :: ডোনেট তো ও করেই তবুও নিজে ভোগ করতে পারবে না ? নিজের পরিশ্রমের পয়সা, মোটা আয়কর দেয় । আবার কী চায় এরা ? আর দুজনের জীবনদর্শন ভিন্ন হলেই কী বিচ্ছেদে যেতে হবে

? ওদের বেঁধেছিলো প্রেম । একান্ত আপন , গোপন মধুর প্রেম । আজ মধ্যবয়সে এসে হিসাব বদলে গেলো ? যে যার ফিলোসফি নিয়ে থাকুক তাতে ভালোবাসার কী যায় আসে ? প্রেম তো আন্‌কন্ডিশনাল !

পরস্পরের বিরোধী হলেও মানুষ এক ছাদের নিচে থাকতে সক্ষম । আগে আমরা মানুষ তারপর বিলিফ্, ফিলোসফি আর লজিক । ময়নার এরকমই মনে হয় ।

ওর বাবা তো কত সব সমাজ সেবা করতেন । মা মোটেই বরদাস্ত করতেন না । মা তো নয়না রাণা । বাঙালী নন । তবুও বাবাকে ছেড়ে যাননি ।

বাড়িতে বাউল আসতো বীরভূম থেকে । কমোড ব্যবহার করতে জানতো না । মাটিতে নিজেদের কম্মো সেরে ফেলতো । পরে মাকে সেইসব বিষ্ঠা সাফ করতে হয়েছে । বহুবার । পটুয়ারা আসতো । অনেকেই ওরকম করতো । ওরা গ্রামীণ মানুষ , সবুজ মানুষ । ওরা অতশত জানেনা । তবুও মা কিন্তু বাবাকে ত্যাগ করেন নি । ওদের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স এসেছে তবুও ওরা আলাদা পথে চলে যাননি ।

ওর স্বামী সেটা কেন বোঝেনা ? কেন তার মনে হয় যে যারা ভোগ করতে অভ্যস্থ তারা সবাই অমানুষ ?

বিজ্ঞানীদের গবেষণার টাকা কোথার থেকে আসে ??

স্যামের বৃষ্টির হাত ধরে ময়না ভেসে গেলো অন্য এক মরুভূমে । যার নাম ওর হৃদয় । সেখানে এক ফোঁটা বৃষ্টিও আজ প্রবল বর্ষণ আনতে পারে !

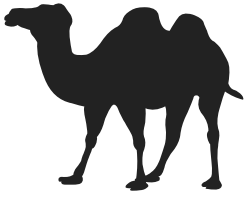

ময়নার স্বামী মৈনাক তো পন্ডিত । সমাজে একটা পরিচিতি ও সম্মান আছে তার । তাই হয়ত প্রস্তাব দেয় যে লোকসমাজে ওরা স্বামী ও স্ত্রী সেজে থাকবে কিন্তু এমনিতে আলাদাভাবে বসবাস করবে ।

ময়না এককথায় তা নাকচ করে দেয় । ও বলে :: আমি যদি তোমাকে নিজের পার্টনার হিসেবে না দেখি তাহলে একসাথে থাকার কোনো মানে হয়না । লোকে কী বলবে, ভাববে তাই নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই । কিন্তু এইভাবে দিনের পর দিন আমি নিজেকে ঠকাতে পারবো না । আমি নিজের জন্য বাঁচি । অন্যকে খুশি করার জন্য আমার জীবন নয় ।

যেখানে কোনোরকম সহানুভূতি ও ভালোবাসা আর বেঁচে নেই সেখানে শুধু একটু সিঁদুরের ছোঁয়া দিয়ে আমাদের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার কোনো কারণ আমি দেখছি না । পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যেখানে মরে গেছে সেখানে লোক দেখানি আচার বিচার করতে আমি পারবো না । আমাদের দুজনের, নিজেদের রাস্তা বেছে নিয়ে সুস্থভাবে সেইদিকে চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কথাগুলো বলতে খুবই কষ্ট হয়েছে ময়নার কিন্তু এটাই আজ চূড়ান্ত বাস্তব । কেন সুন্দর সম্পর্কগুলো তেতো হয়ে যায় ,কেন মানুষ পরম বিশ্বাসভাজনের বিরোধিতা করে আর কেনই বা দুটি মানুষ একদিন পৃথক হয়ে যায়, একই গাছের দুই ডালের মতন তা ময়না জানেনা । কোনসময় হয়ত এগুলি নিয়ে আলোচনা করবে , গবেষণা করে একটা বই লিখবে ।

তাও ছেলেপুলে থাকলে হয়ত ক্ষীণ যোগাযোগ থাকে । ওদের তো তাও নেই !

এই মূহুর্তে আর কোনো নতুন সম্পর্কে যেতে ইচ্ছুক নয় ময়না একেবারেই । বান্ধবীকূল আর নিজের কাজ নিয়ে কেটে যাবে সময় । অন্ধকার ঘরে একা বসে বসে মনটা শান্ত করার চেষ্টা করে ময়না । ধ্যান করে । এতে মনের নেগেটিভিটি কমে যায় । আর সবসময় পজিটিভ চিন্তা করে । জীবনে যা পেয়েছে তার হিসেব করে , খুশি হয় ভেবে । **যা পেলোনা তাই নিয়ে মনে কোনো অশান্তি রাখেনা** । মনে করে যে ওসব অভিজ্ঞতা আমার করার দরকার নেই ,আমার জন্য নয় । সবার সব অভিজ্ঞতা হয়না , হবার প্রয়োজনও নেই । নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও পজিটিভ একটা তরঙ্গ চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া - এই ফিলোসফি নিয়ে বাঁচাই সবচেয়ে ভালো । ওর এক বান্ধবীর স্বামী ছিলেন

প্লেয়ার । Skateboarding করতেন । তাতে কোমড় ভেঙে যায় । শিরদাঁড়ায় অপারেশান করলে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে পড়েন । কিন্তু জীবনকে পজিটিভ দিক্ থেকে দেখা এই মানুষ বাকি সময়টা এইসব স্পোর্টস নিয়ে লিখে, গবেষণা করে ও আহত প্লেয়ারদের জন্য ফান্ড যোগাড় করে কাটান ।

বলেন :: এও এক অভিজ্ঞতা । লাইফ আমার দিকে যা থ্রো করে আমি অ্যাকসেপ্ট করে এগিয়ে যাই ।

লিভ লাইফ ফিয়ারলেস্লি । আমি তো ক্লক্কে রিভার্স করতে অক্ষম । কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ এগুলি নিয়ে হা হুতাশ না করে এর থেকে শিক্ষনীয় জিনিসগুলি বার করে নিয়ে স্ট্রং হয়ে এগিয়ে যাওয়া । সবসময় মনে রাখতে হবে যে দূর্ভাগ্য আমাদের পরিণত করে ।

কষ্টের পরেই আছে অনাবিল আনন্দ ।

কাজেই ময়নাও সেটাই করে থাকে ।

স্যামের রাত্রে ঘুম আসেনা বলে ও চার্চে থাকে । পাহারা দেয় । গার্ড হয়ে । দাদু ছিলো রেলের গার্ড আর ও চার্চের গার্ড ।

মানুষকে একটি করে গাছের চারা দেয় স্যাম ।

বলে :: যীশুকে ভালোবাসলে গাছ লাগাও ।

আজকের চারাগাছ কাল তোমার সন্তানকে শীতল ছায়া দেবে !

এইভাবে বহু পরিচিত ও অপরিচিত মানুষ, যারা নিয়মিত চার্চে আসে তাদের গাছ লাগাতে প্রেরণা দেয় স্যাম ।

বলে :: আমরা ভারতে তো একঘরে হয়ে ছিলাম । কিন্তু এখানে এসে সেসব বলিনা । বলি যে আমরা ভালই ছিলাম শুধু এখানে অনেক বেশি স্কোপ বলেই এসেছি । আরো সমৃদ্ধ দেশ আর সমাজ তাই জন্য এলাম । নিজের দেশের নিন্দা করিনা । মাতৃভূমি আমাদের যতই বিমাতার মতন দেখুক ।

এইজন্যই হয়ত বলে :: **কুপুত্র যদিবা হয় কুমাতা কদাচ নয় !!**

এখন স্যাম স্টেনড্ গ্লাসের কাজ শিখে নিয়েছে । রং বোলানো প্রতিটি প্রহরে। দিনের বেলায় সেই কাজ করে । ডিজাইন বানায় নানান । রাত্রে চার্চেই শোয় । ওর কোনো ঘরবাড়ি নেই । ও করতেও চায়না । বলে :: আবার তুলে নিয়ে যাবে কোনো জেলে , কোনো ছুঁতোয় । আসলে অ্যাফ্রিকার মানুষ কপাল দোষে ভারতে । সেখানে বংশ পরম্পরায় বাস । নিজেদের ভারতীয় ভাবা । কিন্তু লোকাল মানুষ আমাদের কোণঠাসা করে রেখেছে । এখানে এসেও একই ব্যাপার । আমরা কালো বলেই কী ভূত আমাদের ছাড়ে না ?

কোনো না কোনো ভূতের খপ্পরে সবসময় আমরা পড়ে যাই । রং ভূত , জাত ভূত, দেশদ্রোহী ভূত আবার ভাষা ভূত । কাজেই নতুন বাসা ফেঁদে আমি আর অন্য কোনো ভূতের কবলে পড়তে চাইনা । এই চার্চই আমার ঘরবাড়ি । আমাকে আশ্রয় দিয়েছে । ঐ অর্গ্যান আর ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের সুর আমাকে বেঁচে থাকার রসদ যোগায় । আমাকে মোটিভেট করে বেঁচে থাকার জন্য । **অঙ্কনে সে সবসময় চড়া রং ব্যবহার করে । ধূসর বর্ণ ওর একদম পছন্দ না ।** বলে :: মন মরে

যায় ! এমনিতেই এত দু:খ আমাদের আর ম্যাড়ম্যাড়ে রং ভালোলাগে না । উজ্জ্বল আভাই ঠিক আছে । আমি রং এ বাঁচি তো তাই । আমি রং এর গন্ধ পাই । লাল নীল হলুদ গন্ধ । আর জানিস্ তো আমি সপ্তাহের প্রতিটি দিন ছবিতে দেখি । রবিবার মানে সাদা রূপার পাত , সোমবার হলুদ বা সোনালী পাত । মঙ্গলবার গোলাপী আর হলুদ কালো দিয়ে আঁকা মানুষের ছবি । শুক্রবার বৃষ্টির ফোঁটার মতন এইরকম । তুইও কি এরকম দেখিস্ ?

ময়না বলে ওঠে :: একেবারেই নাহ্ ! আমার সমস্ত দিন আসে এক একটি বড় খাঁচার মতন । আপাতত: আমি এই খাঁচা থেকে বার হতে চাই । মুক্ত আকাশ আর পূর্ণজীবন এই আমার কাম্য ।

মানুষের ফ্রিডম্ ছিনিয়ে নেওয়া সবচেয়ে বড় অপরাধ । আমি বর্তমানে আমার ফ্রিডমের জন্য লড়াই করছি । আমার জীবন একান্তই আমার । আমি ঠিক করবো কীভাবে আমি তা কাটাবো । যদি অন্যায় না করি তাহলে অন্যকারোর অধিকার নেই আমাকে ডিক্টেট করার । এই গথিক চার্চটায় এলে আমার মন ভালো হয়ে যায় । যীশুর চেয়েও তোমার গান আর চার্চের সৌন্দর্য্যে মেতে উঠে ।

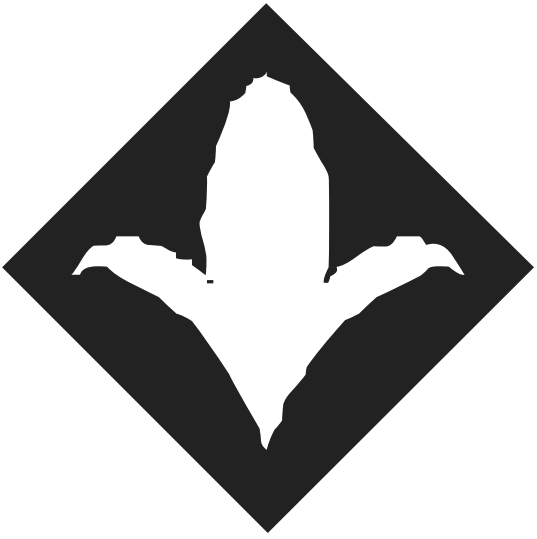

স্যামের তো কোনো নিজ বাসা নেই । কুটিরও নেই একখানা । গীর্জাই ওর ঘরবাড়ি ।

ও এমন কোথাও বাসা বানাতে চায় যেখানে কেউ কারো গায়ের রং , জাত এসব দেখে মানুষের বিচার করেনা । সেইদেশে নাকি সবাই **স্বচ্ছ মানুষ** । ট্রান্সপারেন্ট । কারোর কোনো রং নেই । সবাই সবার মন দেখতে পায় আর তাই দিয়েই মানুষ সম্মানিত বা নিন্দিত হয় । সেইদেশে ও একটা নিজ কোণ খুঁজে নিতে চায় । সেখানে স্যাম কখনও যায়নি কিন্তু যাবার প্রবল ইচ্ছে । যেতে চায় সেখানে । উড়ে উড়ে । পাখির মতন । ডানায় হিম মেখে । মেঘ হিম । মেঘ মানুষের ডানায় মেঘদূতের আহ্বান । মেঘের দেশে যেতে চায় সে । কিন্তু কবে যাবে কেউ জানেনা ।

রংবিহীন সেইদেশে সবাই কী খুব সুখে আছে ? কে জানে ! ওরকম মনে হয় দূর থেকে । কাছে গেলেই নানান রং চটা জিনিস দেখা যায় ।

তবুও মেঘদূত এসে বলে যায় ওখানে সবাই স্বচ্ছ , কাঁচের মতন । মেঘনীল কেউ নয় ! একজনও ।

ময়নার বাড়িটা সে স্যামকে দান করে দিয়ে গেলো । সম্পর্কটা আর টিঁকলো না তো মৈনাকের সাথে ।

মৈনাক একরোখা । তাই এতবছরের বিয়ে ভেঙে দিলো । ময়নার বিয়ের সময় বন্ধুরা বলতো :: তোদের এই মিলন জন্ম জন্মান্তরের । নামটা কবিত্বে মোড়া , ময়না মৈনাক । **ময় আর মৈ** । নামেই যেই জুটির ছন্দবাণী তাদের কোনোদিনই ছিন্নবীণা হবেনা । তোরা উত্তম সুচিত্রা , রাজ কাপুর নার্গিস , দিলীপ কুমার মধুবালা জুটি । পিওর লাভ , আন-অ্যালয়েড ব্লিস দিয়ে মোড়া তোদের দাম্পত্য জীবন --unalloyed delight···

বন্ধুদের শুভেচ্ছা , কথা কিছুই মিললো না তো !

ময়নাকেই রাখলো না মৈনাক তো আন-অ্যালয়েড ব্লিস আর পিওর লাভের সৈকত !

দেশে ফেরার আগেই স্যামকে বাড়ির চাবি দিলো । বললো :: মনে রেখো একজন ভারতীয় তোমায় বন্ধু বলেছে । তোমায় অ্যাডমায়ার করে , তারই ক্ষুদ্র

উপহার এই ঊষ্ণতা । শুধু তোমার জন্য । সব ভারতীয় হয়ত মন্দ নয় । ভালো খারাপ সবার মধ্যেই আছে । তুমি দুর্ভাগা যে রাইট লোকের সাথে তোমার পরিচয় হয়নি । আমার শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্বের মায়ায় জড়ানো এই বাড়ি ; তাই তুমি কাল থেকে এখানেই থাকবে ।

আর যেরকম মানুষের কথা বলছিলে সেই স্বচ্ছ মানুষ আমার বাড়িতেই আছে । ওদের সন্ধানে তুমি দিন কাটাচ্ছো তো ? দেখবে ওরা তোমার চারপাশেই আছে । আমার একটি বিরাট স্টুডিও আছে । সেখানে তুমি রঙীন কাঁচকে শৈল্পিক করবে । দূরে সাগরের লহরী । তাতে ডুব দিয়ে তুমি মন্থন করবে তোমার আকরিক সত্ত্বাকে ।

স্যাম রাজি হয়নি অন্যের বাসায় গিয়ে থাকতে ।

মুখে অবশ্য বলে :: আমার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে রে !!

ভ্রূ-পল্লবে ঝিলিক এনে , ময়না পাল্টা হাসি দিয়ে বলে ওঠে :: **তাতে কী হয়েছে ? তোমার গায়ে কি শীলমোহর লাগানো আছে যাতে তোমার এক্সপায়ারি ডেট্ লিখে দিয়েছেন ওপরওয়ালা ?**

সত্যি বাড়িটি খুব সুন্দর । বিশাল সৈকত আর পেছনে গভীর বনের হাতছানি । মেটে রং এর বাড়ি । পাথরের গঠণ । মানাইসই সিঁড়ি । বেসমেন্ট । পুরু কার্পেটে মোড়া মেঝে । সি গ্রিন আর ক্রিমের মতন গোলাপিতে সাজানো অন্দরের সব কিছু । বিরাট স্টুডিও । দাঁড়িয়ে আছে এককোণায় । আকৃতি একটি শঙ্খের মতন । আর আছে একটি ছবিঘর । সেখানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অনেক কিছু দেখা যায় ।

3D hologram (three dimensional , Fairy lights) প্রযুক্তি দিয়ে সৃষ্ট এইসব মানুষকে ছোঁয়া যায় । তারা বাস্তবে নেমে আসে । মনে হয় যেন আমারই চারপাশে তাদের বসবাস ।

জাপানি গবেষকদের কারসাজিতে পাওয়া ; এই অভিনব প্রযুক্তির সাহায্যে, ময়নার স্বামী মৈনাক বাড়িতে বসেই স্পেসের নানান কাজ করতো । বিচ্ছেদের সময় এই স্টুডিওটা আর ফেরৎ নেয়নি মৈনাক । হয়ত ময়নাকে একদিন ভালোবাসতো সেই সত্যের একটুকু ছোঁয়াকে বাঁচিয়ে রাখতেই ।

স্টুডিওটা নড়ানো যায় । অনেকটা গাড়িতে অ্যাটাচ করা ক্যারাভানের মতন । পোর্টেবেল স্টুডিও । তাই ইচ্ছে করলে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে সক্ষম ছিলো মৈনাক । কিন্তু এই একটি বস্তু রেখে গেছে ।

ময়না , বাড়ি সমেৎ এই অসাধারণ ঘরটি দিয়ে গেলো স্যামকে । সেখানে বসেই স্যাম দেখতে পাচ্ছে স্বচ্ছ সব মানুষদের । তারা ওর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আলোকতন্তুর মানুষ ওরা । কোনো কল্পবিজ্ঞান নয় । মায়া নয় । নয় কোনো ম্যাজিক । একদম বাস্তব ।

আদতে অ্যানিমেটেড্ চরিত্র সমস্ত ।।

শালগ্রাম শিলার চমৎকার নয় স্রেফ **hologram** এই রিয়েলিটির উৎস । বেচারা স্যাম অত বোঝে না । বুড়োমানুষ , লেটেস্ট প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় । শিল্পী মানুষ তাই হয়ত একটু বেশি আবেগপ্রবণ । **অসম্ভব খুশি স্বচ্ছ মানুষ দেখে** । সারল্যে ভরপুর ওর দুই চোখ । হাসিতে উপচে পড়ছে সীসার মতন চোয়াল পেয়ালা । অসম্ভব চকচকে ওর কৃষ্ণ কালো মুখ ।

ও ভীষণ খুশি । কেউ যে এরকম দেশে ওকে নিয়ে যেতে পারে, তাও চিরটাকাল ওদের কোণঠাসা করা এক আজব ভারতীয় , তা ওর ধারণারও বাইরে ।

জীবনে অনেক কিছু দেখেছে । দেখেছে ওর মাতামহের মতন সাহসী মানুষ , মায়ের মতন ঋজু এক বাঙালি নারী , ওর শ্বশুরমশাইয়ের মতন সৎ ও উপকারী চেতনা, এক সংবেদনশীল প্রিজন অফিসার যিনি ওর গান শুনে ওকে মুক্তি দিয়েছেন, গীর্জার পাদ্রী - যাঁর সংস্পর্শে এসে পেয়েছে অঢেল স্বাধীনতা আর অজস্র সম্মান আর একেবারে শেষে ময়নার মতন ভারতীয় বান্ধবী । যে এত স্বল্প দিনের পরিচয়ে তার মতন এক পথভোলা , আশ্রয়হীন মানুষের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছে শুধু তার অনবদ্য বাড়িটিই নয় , এক অপরূপ স্বপ্ন । স্বপ্নের দেশ , যেখানে মানুষ স্বচ্ছ , রঙহীন ।

যাদের মন দেখা যায় । তারা অপরাধ ও অন্যায় গোপন করতে অক্ষম । শরীর কাঁচের মতন বলেই মন দেখা যায় । মনের স্ক্রিনে ফুটে ওঠে প্রতিবিম্ব । সেই চিত্র বলে দেয় কে কেমন মানুষ । **গাত্রবর্ণ আর চেহারা কিংবা জাত ও ধর্ম দিয়ে ঢাকা যায়না অসভ্যতা ।**

ভয়াবহ সব মানসিক বিকৃতি । যা মানুষ ঢেকে রাখে আভিজাত্য , রূপ আর মাংস দিয়ে ।

এখানে সবাই খোলাখুলি বাঁচে । আর এই জগৎটাই ও চেয়েছিলো ।

এবার এখানে শুরু হবে জীবন যাপন ।

রং মশালের দেশ থেকে সভ্যতার দিকে পা বাড়িয়েছে স্যাম । চিরশান্তির আশায় ।

সারাটা জীবন আমরা সবাই শান্তি খুঁজে চলি । প্রকৃত শান্তি হয়ত এই জগতেই আছে যেখানে মানুষ ট্রান্সপারেন্ট । এমনই মনে করে ইংলিশে হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীত গাওয়া আর স্টেনড্ গ্লাসের রূপকার -স্যাম । যার এতদিন পর্যন্ত নিজ নিকেতন ছিলো যীশুভবন আর অজস্র ম্যাপেল পাতার স্তুপ ।

আজ মচ্‌মচ্ শব্দতরঙ্গ তুলে, ঝরাপাতার ওপর দিয়ে আর হাঁটেনা । আজ তার পদচিহ্ন পড়ে নির্জন সৈকতে । সোনালী বালিতে । কিছু লাল কাঁকড়া , শুকনো ঝাউপাতা , অসংখ্য শাঁখ আর সাদা ফেনা তার সাথী ।

দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনটা তবুও একটু দু:খী হয়ে যায় । ময়নার কথা ভেবে । ওকে এইদেশে থেকে যেতে বলেছিলো স্যাম । ও রাজি হয়নি ।

এখানে নাকি চারিপাশে মৈনাকের স্পর্শ । বাড়ির পেছনের প্রাইভেট বিচে বহুবার মিলিত হয়েছে ওরা । চাঁদ মেখে । চাঁদটা সেদিন সাগরের বুকে নেমে এসেছিলো । মৈথুন লগ্ন শেষে উড়ে যাওয়া হংস মিথুনে ডুবে যেতো ওরা । সমুদ্র স্নান করে নিতো ।

আজ ও একা , এই প্রাইভেট বিচে । মৈনাক আর আসবে না । কোনোদিনও । আর ও একাকীত্বের কবলে পড়ে দিশেহারা । তাই দেশটাই ছেড়ে চলে গেলো । ওর বান্ধবীরা কিংবা নতুন বন্ধু স্যাম ওকে আটকাতে পারলো না ।

মানুষ তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে বাঁচে ! কেউ কি কখনো মন কে দেখেছে ? স্বপ্ন ছুঁয়েছে ? নাকি হৃদয় খুলে কেউ কাউকে দেখাতে পেরেছে যে অন্যকে কতটা ভালোবাসে , স্নেহ করে ? আমাদের জীবন তো ভার্চুয়ালই । কেবল স্যামের কাছে এখন তা রিয়ল ।

কিছু ইন্টেলেকচুয়ালের সৃষ্ট বিশেষ যন্ত্র ও **femtosecond laser** এর জন্য ।

ময়নাকে একবার মৈনাক বলেছিলো :: কেন তোমরা ভাবো যে আমরা সায়েন্টিস্টরা কেবল নিউক্লিয়ার বম্ব বানিয়ে মানুষের ক্ষতি করি ? কেন ভাবো যে আমরা নিজেদের ইগো স্যাটিস্‌ফাই করার জন্য ক্লোনিং এর কথা ভাবি ? জগতের সমস্ত সাবজেক্ট গিয়ে মেশে ফিলোসফিতে । আর আমরাও লোকের ভালোর জন্যই কাজ করি । এন্ড অফ্‌ দা ডে সায়েন্টিস্টরাও তো মানুষ সেটা কেন ভুলে যাও ??

স্যামকে বাড়িটা লিখে দেবার সময় এগুলো মনে হচ্ছিলো । আরো বেশি করে মনে হল ওকে খুশি ও আনন্দিত দেখে । চমৎকারের স্পর্শে । জাদু নয় সায়েন্সের পরশে ।

তবুও মৈনাক আর কোনোদিনই ফিরবে না । এত ডিফারেন্ট সব চিন্তাধারা ওদের । একজন ক্রিয়েটিভ অন্যজন লজিক্যাল মানুষ । তবুও বহুবছর একসুত্রে ওদের বেঁধে রেখেছিলো , গভীর প্রেম ।

হঠাৎ এক ঝড় এলো । সামুদ্রিক ঝড় । সব ওলট পালট হয়ে গেলো মূহুর্তেই । তবুও ময়না ওকে ত্যাগ করেনি । করতে চায়নি । শুধু লোক দেখানো সম্পর্কটা চায়নি । হৃদয় উথালপাতাল করা প্রেম

আজও আছে মৈনাকের জন্য । কিন্তু ঐ মানুষটি বদলে গেছে । **ময়নাকে ও সরল পাখি নয় এক কূট ও কুচক্রী ধনী বলে ভাবতে শুরু করেছে ।**

ভেঙে দিলো ঘর । এতদিন সামুদ্রিক জীবনে অভ্যস্থ হয়েও মৈনাক বুঝলো না যে সাগরের ঢেউ এসে কত সহজেই ভেঙে দেয় বালির ঘর কিন্তু সেই ঘরটা বানানোই সবচেয়ে কঠিন !

অঝোরে কাঁদছে ময়না । ভারতের বুকে । এক অখ্যাত নগরের ছোট বাসায় । আর ওলিম দেশে কান্নার ঢেউ তুলেছে স্যাম । আজ খুব কাঁদছে । হর্ষ বিষাদে ।

তবে আজ রাত্রে ওর ঘুম হবে । শান্তির ঘুম । গাঢ় ঘুম । যা বহুদিন , বহুবছর হয়নি ।

বহু যুগের ওপাড় হতে, দুই হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকছে ঘুমপরী । এরা ফেরি লাইটস্ সৃষ্ট নয় । একদম নির্ভেজাল বাস্তব ।

যদি একে বাস্তব বলো আদৌ !!!

You need to be real enough to be believable, but you don't necessarily have to be real enough to be real. There is a distinction.

Bradley Whitford

The end